তারিখ ... 05 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ১ ...

যুগান্তর

রাজশাহী অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

৪৬ শিক্ষকের ৩৬ জনেরই সৃজনশীলে প্রশিক্ষণ নেই

হাসান আদিব, *রাজশাহী থেকে*

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

রাজশাহী অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুই শাখায় মোট শিক্ষক ৪৬ জন। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ১০ জন সৃজনশীলে নামমাত্র প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বাকি ৩৬ জনেরই সৃজনশীলে নেই ন্যূনতম প্রশিক্ষণ। ফলে বাধ্য হয়ে প্রশ্নপত্র তৈরিসহ বিভিন্ন কাজে বাজারের গাইডবই অনুসরণ করছেন ওইসব শিক্ষক। যার প্রভাব পড়ছে প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রীর পদচারণায় মুখর এ প্রতিষ্ঠানটির বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলে।

প্রশিক্ষণ সংকটের কথা স্বীকার করে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মো. সাইফুল হক বলেন, 'জেলা শিক্ষা অফিস চাইলে তবেই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সম্ভব। সংকট থাকলেও আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা প্রশিক্ষণ না পাওয়া শিক্ষকদের তালিকা জেলা শিক্ষা অফিসে জমা দিয়েছিলাম।'

সৃজনশীল পদ্ধতি প্রণয়নের ছয় বছর পার হলেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংকটের প্রভাব পড়েছে এবারের এইচএসসির ফলাফলে। রাজশাহীর অন্যতম সেরা এ প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখার ২৮৯ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র দু'জন। ফেল করেছে ৫৭ জন। এইচএসসির মতো এসএসসিতে ফল বিপর্যয় এখনও না হলেও শংকিত অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

একাদশ শ্রেণীর কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, প্রায় সব স্যারই প্রশিক্ষণ ছাড়া ক্লাস নিচ্ছেন। তাই খুব ঝামেলা হয়। এছাড়া প্রাইভেট শিক্ষকরাও এ বিষয়ে ভালো জানেন না।

প্রশিক্ষণ না পাওয়ার বিষয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষক এখনও প্রশিক্ষণ পাননি। সৃজনশীল অবশ্যই একটা ভালো পদ্ধতি কিন্তু শিক্ষকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ না দিলে কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের শেখাবে তারা। কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেন না। আমাদের তাই কিছুই করার থাকে না। তবে দু'জন মাস্টার ট্রেইনার আছে আমাদের এখানে। প্রশিক্ষণ না পাওয়া শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলে ক্লাসে পড়ানোর চেষ্টা করছেন।

কলেজ শাখার ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সালমা খাতুন বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে এখানে শিক্ষকতা করছি। সৃজনশীল পদ্ধতি প্রণয়নের পর শুনেছি সরকার থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এখনও কোনো প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার ডাক পাইনি। এখানে অনেক শিক্ষকই আমার মতো প্রশিক্ষণ ছাড়াই ক্লাস নিচ্ছেন, প্রশ্নপত্র তৈরি করছেন ও খাতা মূল্যায়ন

নেই : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

রাজশাহীর অগ্রণী স্কুলে প্রজেক্টরে ক্লাস নিচ্ছেন এক শিক্ষক যুগান্তর

নেই : সৃজনশীলে প্রশিক্ষণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করছেন। নতুন পদ্ধতিতে কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়া ক্লাস-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে সৃজনশীলের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে না।

নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ইসরাত জাহান জানায়, স্যাররা বলেন তাদেরই ভালো করে শেখা হয়নি। আস্তে আস্তে বোঝাবেন বলে অনেক বিষয়ই এড়িয়ে যান। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র রাশেদুল ইসলামও জানায়, আমাদের বেশিরভাগ স্যারই বলেন, তাদের এখনও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। পরে শেখাবেন বলে এড়িয়ে যান।

পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীর অভিভাবক সীমা রানী দাস জানান, শিক্ষকরা দুই পদ্ধতিতেই পড়াচ্ছেন। শিক্ষকদের কাছ থেকে শুনেছি, সৃজনশীল পদ্ধতি সামনের পিএসসিতে নাকি উঠিয়ে দেয়া হবে। তাই দুই পদ্ধতিতেই পড়াশোনা করানো হচ্ছে। এতে প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। এদিকে সংকট রয়েছে আইসিটিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের। দুটি প্রজেক্টর থাকলেও তার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। সহকারী শিক্ষক সাইদুল ইসলাম ভূঁইয়াসহ তিনজন শিক্ষক ছাড়া বাকিরা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। ফলে প্রজেক্টর থাকলেও তা ব্যবহার করা হয় না। চলছে অ্যানালগ স্টাইলে ক্লাস।

কাল ছাপা হবে : রাজশাহীর আড়ানী মনোমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়